শিল্প মন্ত্রণালয়ের"**এসএমই খাত উজ্জীবন সংক্রান্ত কমিটি**" এর ১ম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি: জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন, এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব (বিরা ও বেখা)
শিল্প মন্ত্রণালয়
তারিখ: ২২.০৪.২০২০
সময়: সকাল ১১:০৫ টা

সভাপতি করোনাজনিত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সভা আয়োজনের জন্য এবং সভায় কমিটির সদস্যগণকে ভার্চুয়ালি উপস্থিত থাকার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সূচনা করেন। সভাপতি'র অনুরোধক্রমে উপস্থিত সকলে নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন। অত:পর সভার প্রেক্ষাপট উল্লেখ করে সভাপতি জানান যে, করোনা সংক্রমণজনিত কারণে দীর্ঘ দিন যাবৎ শিক্ষা কার্যক্রমসহ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। এহেন পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ৫ এপ্রিল মোট ৭২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। জাতীয় অর্থনীতিতে এসএমই খাতের অবদানের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসএমই খাতকে শক্তিশালী করতে ২০ হাজার কোটি টাকার পৃথক প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন।

২) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত এসএমই খাতের প্রণোদনা প্যাকেজের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে কার্যকর সুপারিশমালা প্রণয়নসহ এসএমইখাতের ক্ষতি মোকাবেলায় জরুরি করণীয় নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং এসএমই সংশ্লিষ্ট মালিক/উদ্যোক্তা, শ্রমিক, সাপ্লাই চেইনের সাথে জড়িত সকলকে মূলধারায় ফিরিয়ে আনার উপায় অনুসন্ধান ও তদনুযায়ি উদ্যোগ গ্রহণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় হতে সংশ্লিষ্ট অংশিজনের সমন্বয়ে "এসএমই খাত উজ্জীবন সংক্রান্ত একটি কমিটি" গঠন করা হয়। আজকের সভাটি উক্ত কমিটির প্রথম সভা। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ ব্যাংক গত ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখ সিএমএসএমই (CMSME) খাতের জন্য বিশেষ ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা সংক্রান্ত একটি নীতিমালা জারী করে। আয়োজিত সভাটি মূলত বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত উক্ত নীতিমালার প্রায়োগিক বিষয়াদি পর্যালোচনাক্রমে এর আওতায় এখাতের প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্থ উদ্যোক্তা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রণোদনা সুবিধার শতভাগ প্রাপ্তি ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের উপায় অনুসন্ধান এবং সে আলোকে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য আহবাণ করা হয়েছে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।

৩) সভাপতি প্রথমে সভায় উপস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপক মিজ লীলা রশিদকে গত ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত সিএমএসএমই (CMSME) খাতের জন্য বিশেষ ঋণ/ বিনিয়োগ সুবিধা সংক্রান্ত নীতিমালা সম্পর্কে আলোকপাত করার জন্য অনুরোধ করেন। মিজ লীলা রশিদ সভাকে জানান যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০,০০০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজটি মূলত ব্যাংকসমূহের নিজস্ব তহবিল হতে সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের ঋণ আকারে প্রদান করা হবে। এ ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ঋণ গ্রাহকেরা অগ্রাধিকার পাবেন এবং পরবর্তিতে নতুন উদ্যোক্তা, যারা আগে ঋণ নেননি তারা পাবেন। প্রধানত ম্যানুফ্যাকচারিং এবং সার্ভিস সেক্টর সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাগণ এর আওতাভুক্ত হবেন এবং ট্রেডিং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্যও সামান্য বরাদ্দ রয়েছে। গত কয়েক বছরের এসএমই ঋণ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ি minimum ১৫% পল্লী অঞ্চলের জন্য নির্ধারণ করা

হয়েছে। এছাড়াও, নারী উদ্যোক্তার জন্য ৫% নির্ধারণের বিষয়টিও পরিসংখ্যানগত তথ্যের ভিত্তিতেই করা হয়েছে। বর্ণিত ঋণ বিতরণে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাস্টার সার্কুলারের অন্যান্য বিষয়াদি অনুসরণ করা হবে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, ব্যাংকসমূহ এসএমই খাতের ঋণের জন্য নির্ধারিত তহবিলের গড়ে ৯.১২% অর্থ ব্যবহার করে থাকে। সে বিবেচনায় সার্কুলারে ব্যাংকসমূহ গত ডিসেম্বর, ২০১৯ এর মোট ঋণ স্থিতির সর্বোচ্চ ১০% পরিমাণ অর্থ এ খাতে ঋণ হিসেবে প্রদান করতে পারবে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে এসএমই উদ্যোক্তাগণের জন্য এ ঋণ সুবিধা তিন বছর পর্যন্ত চালু থাকবে অর্থ হলো প্রতি বছর ২০,০০০ হিসেবে মোট ৬০,০০০ কোটি টাকা ঋণ প্রদেয় হবে, যদিও একজন উদ্যোক্তা এক বছরের জন্য এবং একবারই ঋণ পাওয়ার যোগ্য হবেন। ব্যাংক গ্রাহক সম্পর্কের বিষয়টি শুধু বিদ্যমান গ্রাহকের ক্ষেত্রেই কেবল প্রয়োজ্য নয়, বরং নতুন গ্রাহক যখনই আসবেন, তিনিও তখনই এ সম্পর্কে অন্তর্ভুক্ত হবেন।

৪) অত:পর সভাপতি'র অনুরোধক্রমে কমিটি'র সদস্য-সচিব মিজ ফারজানা মমতাজ সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত এসএমই খাত সংশ্লিষ্ট বিশেষ ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা সংক্রান্ত সার্কুলার এর কিছু কিছু অনুচ্ছেদের অস্পষ্টতা এবং অসম্পূর্ণতার বিষয়টি সভায় তুলে ধরেন।

৫) এ পর্যায়ে সভাপতি চেয়ারম্যান, বিসিক'কে তাঁর বক্তব্য প্রদানের অনুরোধ করলে তিনি প্রথমে এসএমই খাত সংশ্লিষ্ট বিশেষ ঋণ/ বিনিয়োগ সুবিধা সংক্রান্ত সার্কুলার জারির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে ধন্যবাদ জানান। তিনি উল্লেখ করেন যে, সার্কুলারটি জারি হওয়ার আগে একটি অংশিজন সমন্বয়ে সভা আয়োজন করা হলে ভালো হতো। তিনি জানান যে, সার্কুলারে গ্রাম অঞ্চলের জন্য বাৎসরিক মোট ঋণ/ বিনিয়োগের ন্যূনতম ১৫ শতাংশ বরাদ্দের বিষয়ে বলা হয়েছে। কিন্তু,বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত অর্থনৈতিক শুমারী-২০১৩ অনুযায়ী শতকরা প্রায় ৭২ শতাংশ সিএমএসএমই প্রতিষ্ঠান পল্লী অঞ্চলে অবস্থিত। তাই পল্লী অঞ্চলের জন্য ন্যূনতম অনুপাত ১৫ শতাংশ থেকে বাড়ানোর জন্য তিনি অনুরোধ জানান। এছাড়াও, অপ্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোক্তাকে অগ্রাধিকার দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। যেহেতু এ ঋণ শুধুমাত্র ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল উদ্দেশ্যে দেয়া হবে, ফলে এ ক্ষেত্রে সহায়ক জামানত (collateral) এর প্রয়োজন হবে, যা অধিকাংশ উদ্যোক্তার নেই। সার্কুলারে গ্যারান্টি (ব্যক্তিগত/ সামাজিক/ গ্রুপ) এর বিষয়ে কোন নির্দেশনাও নেই। এক্ষেত্রে গ্রুপ/ ক্লাস্টারভিত্তিক গ্যারান্টির মাধ্যমে ঋণ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে বিসিক, এসএমই ফাউন্ডেশন, এসডিএফ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এছাড়াও, কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় এসোসিয়েশনগুলোকে সংশ্লিষ্ট করা হলে, ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অনেক বেশী উদ্যোক্তা বান্ধব হবে এবং প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্থ উদ্যোক্তাগণ ঋণ সুবিধার আওতায় আসার সুযোগ সৃষ্টি হবে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে যে সব কঠিন শর্তাদি রয়েছে, সেগুলো শিথিল করা যেতে পারে। কেননা তাঁদের অভিজ্ঞতায় দেখেছেন যে, এসএমই ঋণ গ্রাহকেরা সাধারণত ঋণ খেলাপি হন না।

৬) সভাপতি অত:পর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশনকে তাঁর বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এরুপ একটি পর্যালোচনা সভা আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন যে, বাংলাদেশ ব্যাংক হতে বর্ণিত সার্কুলার জারির আগে অংশিজনদের নিয়ে এ ধরণের একটি কনসালটেশন সভা আয়োজন করা হলে সার্কুলারের খুটিনাটি বিষয়গুলো বিশদভাবে পর্যালোচনা করার সুযোগ পাওয়া যেতো এবং এটি অনেক বেশি উদ্যোক্তাবান্ধব হতো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণাকালে তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট উচ্চারণে বলেছিলেন, যে কর্মে আছে, সে যেন ঝরে না পরে। যেহেতু ৭০% এর অধিক এসএমই উদ্যোক্তা গ্রাম অঞ্চলের, তাই গ্রামের জন্য নির্ধারিত ১৫% অবশ্যই বাড়াতে হবে। বিভিন্ন তথ্য উপাত্তে দেখা গেছে যে, বাংলাদেশ ব্যাংক গত বছর ১,৬০,০০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে, যার মধ্যে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য দেয়া হয়েছে মাত্র ৩-৪% এর মতো। বিষয়টিকে ট্রাডিশনালি বিবেচনা করে প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় নারী উদ্যোক্তার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে মাত্র ৫%। এটিকে ট্যাডিশনালি বিবেচনা না করে বর্তমান পরিস্থিতিতে এগ্রেসিভ প্ল্যান অব একশন হিসেবে বিবেচনা করে বাড়াতে হবে। ট্রাডিশনের বাইরে যেতে হবে। নারীরা অনগ্রসর অংশের অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য অনগ্রসর গোষ্ঠিকেও (যেমন : নৃ গোষ্ঠি, প্রতিবন্ধী ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এসএমই উদ্যোক্তাগণের ১৫-২০% কোন না কোন ক্লাস্টারের অন্তর্ভুক্ত। এসএমই খাতে এখন পর্যন্ত ১৭৭টি ক্লাস্টার চিহ্নিত করা হয়েছে। এজন্য সার্কুলারে ক্লাস্টার শব্দটি যুক্ত করতে হবে।

৭) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমইএফ আরো উল্লেখ করেন যে, সার্কুলারে পদ্ধতিগত দিকটিতেও নজর দেয়া প্রয়োজন। ব্যাংক তার নিজস্ব তহবিল হতে এ ঋণ বিতরণ করবে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে। বর্তমানে ব্যাংকে এসএমই গ্রাহক হিসেবে রয়েছেন ১৫-২০% উদ্যোক্তা। ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক নেই অতি ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের উদ্যোক্তার। বিপুল সংখ্যক এ উদ্যোক্তাকে নতুন কোন অনুচ্ছেদ দিয়ে সার্কুলারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তিনি বলেন যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসেবে যেহেতু এ ঋণ প্রদান করা হবে, সেহেতু কোলেটেরাল বিষয়ে একটি অধ্যায় থাকা দরকার। এ ঋণ কার্যক্রমের মনিটরিং এর বিষয়ে বিশদ ভাবতে হবে, খুব হালকাভাবে আছে। মনিটরিং এর জন্য বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সংশ্লিষ্টতা আনতে হবে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, নাসিবের সঙ্গে বড় বড় কুটির শিল্প সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা জড়িত, তাঁদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে। পরিশেষে, তিনি বলেন যে, এসএমই খাতের উদ্যোক্তাগণ ঋণ খেলাপি হতে ভয় পান, তাদের ঋণ পরিশোধের হার অত্যন্ত সন্তোষজনক, কাজেই ব্যাংকসমূহ নিরাপদে এবং নিশ্চিন্তে এ সকল উদ্যোক্তাকে ঋণ প্রদান করতে পারেন। আর উদ্যোক্তার সক্ষমতা বাড়িয়ে ব্যবসায় টিকিয়ে রেখে শতভাগ ঋণ পরিশোধে উদ্যোগী করতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে এসএমই ফাউন্ডেশন, বিসিক এবং সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনগুলো।

৮) অত:পর বানিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জনাব হাফিজুর রহমান, যুগ্মসচিব জানান যে, বিবেচ্য সার্কুলারে ম্যানুফেকচারিং ও সার্ভিস সেক্টরকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। কিন্তু ট্রেডিং ব্যবসাও ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ট্রেডিং সেক্টর বিশেষ করে ই-কমার্সে যারা আছেন, তারা কিভাবে এ ঋণের আওতায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন, সেটিও বিবেচনা করা প্রয়োজন। ঋণ আদায়ে ব্যাংকগুলো যেন অতিরিক্ত শর্ত আরোপ না করে সেটিও দেখতে হবে। ঋণ প্রাপ্তিতে নতুন গ্রাহককে অনেক কষ্ট করতে হয়। আবার এ ঋণ কার্যক্রমেনতুন উদ্যোক্তাকে সম্পৃক্ত করতে না পারলে এর সুফল পাওয়া যাবেনা।

৯) এ পর্যায়ে সভাপতি উপস্থিত বিভিন্ন এসোসিয়েশন এর নেতৃবৃন্দকে বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। সভাপতি, বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি (বিআইওএ) ও সভাপতি, জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব) উভয়ই চেয়ারম্যান, বিসিক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমইএফ প্রদত্ত বক্তব্যের সঙ্গে একমত প্রকাশ করেন। সভাপতি, বিআইওএ আশংকা প্রকাশ করে বলেন যে, মাঝারি খাত সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা যাদের বিনিয়োগ ১৫ কোটি হতে ৫০ কোটি টাকা, তারা ব্যাংকের পুরোনো গ্রাহক হিসেবে এ ঋণের বৃহৎ অংশ প্রথমেই নিয়ে নেবে এবং যারা দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখে, সেই অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র আর কুটির শিল্প উদ্যোক্তাগণ বঞ্চিত হবে। এজন্য

তিনি প্রতিটি খাতে প্রণোদনার সুবিধা পৌছানোর ওপর গুরত্বারোপ করেন। নতুন উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দিয়ে লাইন এসোসিয়েশনগুলোকে সম্পৃক্ত এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাগণকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩০,০০০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজে অন্তর্ভুক্তিরও পরামর্শ প্রদান করেন। সভাপতি, নাসিব শিল্প নীতি, ২০১৬ ও সম্প্রতি প্রণীত এসএমই নীতি, ২০১৯ এর আওতায় কার্যক্রম গ্রহণের পরামর্শ দেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবমতে নন-ফাইন্যান্সিং কার্যক্রমগুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মাস্টার সার্কুলার যেন সব ব্যাংকগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করে তা নিশ্চিত করতে হবে।

১০) এফবিসিসিআই এর প্রতিনিধি চেয়ারম্যান, বিসিক ও এমডি, এসএমইএফ এর বক্তব্যকে সমর্থন করে জানান যে, জেলা পর্যায়ে কমিটি করে যদি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা যায় তাহলে অধিক সংখ্যক নতুন উদ্যোক্তা ঋণ পাবেন।

১১) সভায় উপস্থিত এনবিআর এর প্রতিনিধি জানান যে, করোনাজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্থ উদ্যোক্তাগণের ট্যাক্স, ভ্যাট সংশ্লিষ্ট সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা থাকলে তা এনবিআর বিবেচনা করবে। সভাপতি এ সংক্রান্ত প্রস্তাব শিল্প মন্ত্রণালয় হতে প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে জানিয়ে এনবিআর এর সহযোগিতা কামনা করেন।

১২) সভায় উপস্থিত পরিচালক, বিসিক জানান যে, সার্কুলার জারির কতদিন পর এটি কার্যকর হবে তা সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। বিতরণের এক বছরের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে হবে এ শর্তটি কঠিন বিধায় পরিশোধের মেয়াদ বাড়ানো যেতে পারে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। ঋণ বিতরণ কার্যক্রম তদারকির জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় হতে একটি কমিটি করা যেতে পারে। এছাড়া, জেলা পর্যায়েও কমিটি করা যেতে পারে। তিনি প্রতিটি ব্যাংকের ডিসপ্লে বোর্ডে এ ঋণ প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রযোজ্য কাগজপত্রসহ অন্যান্য তথ্যাদি সংযুক্ত করাসহ এসএমই উদ্যোক্তার জন্য পৃথক বুথ এর ব্যবস্থাকরার বিষয়ে পরামর্শ দেন। জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে প্রতিটি ব্যাংককে আবেদন প্রাপ্তির কতদিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করবে সে সংক্রান্ত ঘোষণা ডিসপ্লে বোর্ডে উল্লেখ করতে হবে।

১৩) সভায় উপস্থিত মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন উল্লেখ করেন যে, ব্যাংকগুলোকে ট্রাডিশনাল আচরণের বাইরে গিয়ে মানবিক হতে হবে এবং এ ঋণের যথাযথ ব্যবহারে আগ্রহী হতে হবে।

১৪) সভাপতি এ পর্যায়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধির দৃষ্টি আকর্ষণ করে আলোচনার আলোকে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। মিজ লীলা রশিদ জানান যে, ট্রেডিং ও কোল্যাটেরালের বিষয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংকের মাস্টার সার্কুলারে আছে। বাংলাদেশ ব্যাংক অনগ্রসর জনগোষ্ঠির জন্য ৩০০০ কোটি টাকার ভিন্ন একটি প্রণোদনা স্কীম নিয়ে কাজ করছে, যেটা এনজিও এর মাধ্যমে প্রদান করা হবে। ফলে ব্যাংকিং আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে যারা ঋণ সুবিধা পেতে অসুবিধায় পড়বেন, তাদের ক্ষেত্রে এ সুবিধা আসতে পারে। ঋণ কার্যক্রমে সহযোগিতার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে, যেটা শিল্প মন্ত্রণালয়, বিসিক, এসএমইফ করতে পারে। ঋণ বিতরণ তদারকি, উদ্যোক্তা ব্যাংক লিংকেজ করে দেয়া, বিপণনে সহায়তা, ঋণ পরিশোধে সহায়তা ইত্যাদি। ব্যাংকগুলোকে সহযোগি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। ডিসপ্লে বোর্ড করা যেতে পারে উদ্যোক্তাদের জন্য। সুনির্দিষ্ট বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশ প্রদান করা হলে বাংলাদেশ ব্যাংক তা বিবেচনা করবে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।

১৫) শেষ বক্তব্যে চেয়ারম্যান, বিসিক জানান যে, তহবিল সংকটের কারণে তাদের যে ঋণ কার্যক্রম রয়েছে, তার আওতা বাড়ানো যাচ্ছেনা। ২০০০ কোটি টাকার প্রয়োজনীয় তহবিল পেলে বিসিকের গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত অবকাঠামো সুবিধার আওতায় দুর্গম এলাকার উদ্যোক্তাসহ অধিক সংখ্যক উদ্যোক্তাকে নিজস্ব পদ্ধতিতে সহজেই ঋণের আওতায় আনা সম্ভব হবে। এসএমইফও এ ক্ষেত্রে বিসিককে সহযোগিতা করতে পারে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমইফ পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টায় লক্ষ্য বাস্তবায়নে ক্ষীপ্রগতিতে কাজ করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

১৬) সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন আমাদের প্রধান কাজ হচ্ছে সকল ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের বিবেচনায় এনে কোন না কোন ভাবে তাদের সহযোগিতা করার লক্ষ্যে যথোপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ। এ বিষয়ে আমাদের সকলেরই সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। তিনি আরো বলেন যে, আমাদের অব্যাহত ও সমন্বিত সহযোগিতা এ ক্রান্তিকালে ক্ষতিগ্রস্থ এসএমই উদ্যোক্তাগণকে ঘুরে দাড়াতে সাহস যোগাবে।

১৭) সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক) বিসিক এবং এসএমই ফাউন্ডেশন ক্ষতিগ্রস্থ উদ্যোক্তাগণের সুবিধার্থে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করবে:

i. নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রণোদনা প্যাকেজের সুবিধাদির বিষয়ে উদ্যোক্তাদের অবগত করবে। উদ্যোক্তাদের জন্য হেল্পডেস্ক চালু করবে।

ii. সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের সহজে ঋণ প্রাপ্তির সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও অন্যান্য নিয়মাবলীসহ আবেদন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করে উদ্যোক্তাদের মধ্যে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করবে।

iii. উদ্যোক্তা ও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে কতিপয় কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করবে এবং প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে ঋণ প্রাপ্তির কিছু গ্রাউন্ড রুল প্রবর্তন করে দিবে।

iv. বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যালয়ে ফোকাল পার্সন নিযুক্ত করবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের তালিকাও তৈরি করবে।

খ) জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব), বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি, বাংলাদেশ চেম্বার্স অব ইন্ডাষ্ট্রিজ, এবং এফবিসিসিআই নিজ নিজ সদস্য/ উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে ঋণ প্রাপ্তির লক্ষ্যে গাইডলাইন তৈরি করবে।

গ) যে সকল ক্ষতিগ্রস্থ উদ্যোক্তা সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন না, তাদের এসএমইফ ও বিসিক এর ঋণ কার্যক্রমের আওতায় অন্তর্ভুক্তি ও ঋণ প্রাপ্ত উদ্যোক্তাগণকে নিজ নিজ ব্যবসায় টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য এসএমইফ'কে সিড মানি বাবদ ও বিসিক'কে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ খাত বাবদ যথাক্রমে ৫০০ (পাঁচশত) কোটি ও ৬০০ (ছয়শত) কোটি টাকা বরাদ্দের বিষয়ে সরকারের সহযোগিতা কামনা করা, যাতে তারা বহু সংখ্যক ক্ষতিগ্রস্থ অতি ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অর্ন্তভুক্ত করতে পারে। প্রাপ্ত তথ্য ও অভিজ্ঞতা থেকে ধারণা করা যায় যে, অতি ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্র

উদ্যোক্তা এবং তাদের সাথে সম্পৃক্ত লোকজনের বেশি সহযোগিতা প্রয়োজন এই সংকট কালে বেচে থাকার জন্য।

ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত বিবেচ্য সার্কুলার এর অস্পষ্টতা ও অসম্পূর্ণতা দূরীকরণে বিসিক ও এসএমইফ সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে।

ঙ) ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত মনিটরিং কার্যক্রমে বিসিক, এসএমইএফ এবং সংশ্লিষ্ট ট্রেড বডির প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততার বিষয়টি এবং সভায় উপস্থাপিত বিভিন্ন অংশিজনগণের মতামত বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পর্যালোচনাপূর্বক তদনুযায়ি এতদসংশ্লিষ্ট সার্কুলারে অধিকতর স্পষ্টিকরণ/ সংশোধনী আনয়নের বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংক বিবেচনা করতে পারে।

চ) সভায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ব্যাংকস এর প্রতিনিধি এবং এফবিসিসিআই এর পরিচালক জনাব সুজিত দাসকে কমিটির সদস্য হিসেবে কোঅপ্ট করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৭) পরিশেষে, সভাপতি কোভিড-১৯ এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে এসএমই সেক্টরকে বাচাতে কমিটির সকল সদস্যকে নিজ নিজ সুচিন্তিত মতামত/ পরামর্শ প্রদান করে কমিটিকে সহযোগিতা করার অনুরোধ করেন। অত:পর স্কাইপে উপস্থিত সকলকে সভায় সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মূল্যবান বক্তব্য প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৬/৪/২০২০

(মোঃ হেলাল উদ্দিন, এনডিসি)
অতিরিক্ত সচিব (বিরা ও বেখা)
শিল্প মন্ত্রণালয়